যুগান্তর

তারিখ 18 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

# পিইসি পরীক্ষা শুরু রোববার

**যুগান্তর রিপোর্ট**

ছোট সোনামণিদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা শুরু হচ্ছে রোববার। স্কুলের প্রাথমিক ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী নামে এ পরীক্ষায় এবার ৩২ লাখ ৩০ হাজার ২৮৮ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে এ সমাপনী পরীক্ষা চলতে থাকবে।

এবার পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী গত বছরের চেয়ে কমেছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসে মন্ত্রী তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তিনি প্রথমে বলেন, পরীক্ষার্থী বেড়েছে। পরে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তথ্য সংশোধন করেন। তবে শিক্ষার্থী কমার কোনো কারণ সাংবাদিকদের জানাতে পারেননি তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনীতে এবার ২৯ লাখ ৩০ হাজার ৫৭৩ জন পরীক্ষা দেবে। এর মধ্যে ১৩ লাখ ৪৬ হাজার ৩২ জন ছাত্র এবং ১৫ লাখ ৮৪ হাজার ৫৪১ জন ছাত্রী। আর ইবতেদায়ির ২ লাখ ৯৯ হাজার ৭১৫

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

# পিইসি পরীক্ষা শুরু রোববার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ লাখ ৫৭ হাজার ৩১৯ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৪২ হাজার ৩৯৬ জন ছাত্রী। প্রাথমিক সমাপনীতে ২ হাজার ৮৫৭ জন এবং ইবতেদায়িতে ৯০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী) পরীক্ষার্থী আছে। গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থী কমেছে ২৪ হাজার ২২৬ জন।

পরীক্ষার্থী কমার কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, কমা বা বাড়া ছাত্রসংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ নেই। এরপরই তিনি বলেন, কোনো কারণে জন্মহার কমে যায়, এমন হতে পারে হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে। তিনি আরও বলেন, আসলে লোকসংখ্যা বাড়ছে, দৈনন্দিন চাহিদা বাড়ছে, তাহলে এখানে (পরীক্ষার্থী) কমল কেন? ধরে নিতে হবে ব্যবস্থাপনার মধ্যে এখন স্বচ্ছতার মাত্রা বাড়ছে, এ কারণে কোনো জায়গায় কোনো ভুলত্রুটি থাকলে সংশোধনীর আওতায় চলে আসছে। আমার মনে হয় সে রকমও হতে পারে। এরপরও সাংবাদিকরা সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য নিয়ে সে তথ্য দিয়েছি। কমবেশির কারণ আমাদের কাছে আসেনি। আমরা যা তথ্য চেয়েছি সে তথ্য পেয়েছি, এখানে তাই দিলাম। আমার মনে হয় হিসাব-নিকাশের ব্যাপার হতে পারে, এর মধ্যে অন্য কোনো কিছু নেই।

অষ্টম শ্রেণীতে প্রাথমিক স্তর উন্নীত করা সংক্রান্ত আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, উনি ২০১৮ সালের মধ্যেই এটা বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করেছেন। আমিও সে আশাই করছি। এটা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাঠাবে।